93842 - যে ব্যক্তি ফজররে ওয়াক্ত হয়নি মনে করে স্ত্রী সহবাস করছে

প্রশ্ন

আমি যখন স্ত্রী-সহবাস করছে তখন আমি জানতাম না যে, ফজররে আযান হয়ে গছে। আমি এটি জানতাম না। আমার ধারণা ছলি আরও কয়কে মনিটি পর পাঁচটা বাজে আযান দবি। কন্তিু পরবর্তীতে পরস্কিার হয়ছে যে, পাঁচটা বাজার ১৫মনিটি আগইে আযান দয়ে। এক্ষত্রেে সমাধান কি? আমি ও আমার স্ত্রীর উপর কি কাফ্ফারা ওয়াজবি। উল্লখ্যে, সহবাস আমাদরে উভয়রে সম্মতক্রিমে হয়ছে। আমরা সবমোত্র ২৪ ঘন্টা পূর্বে সফর থকেে ফরিছে। তখনও নামাযরে সময়সূচী আমাদরে জানা হয়নি। আমরা পৌঁছার দ্বতিীয় দনিে হঠাৎ করে রমযানরে ঘোষণা পয়েছে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যদি প্রকৃতপক্ষে বষিয়টি আপনি যভোবে উল্লখে করছেনে সভোবে হয়ে থাক; তাহলে আপনাদরে উপর কোন কছিু আবশ্যক নয়। কনেনা যে ব্যক্তি ফজর হয়নি মনে করে কোন রোযা ভঙ্গকারী বষিয়ে লপ্তি হয়ছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণতি হয় য, তখন ফজর হয়ে গয়িছেলি; সক্ষেত্রেে আলমেদরে দুটো অভমিতরে মধ্যে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী রোযাটরি কাযা নইে। চাই সইে রোযা ভঙ্গকারী বষিয়টি পানাহার হোক কংিবা সহবাস হোক।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলনে: আমি পছন্দ করছি য, সহবাস, খাওয়া ও পান করা এবং রোযা ভঙ্গকারী অন্য যে বষিয়গুলো রয়ছে সগেুলো তনিটি শর্ত পূর্ণ হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তরি রোযাকে ভঙ্গ করবে না:

১। রোযাদাররে জানা থাকতে হবে য, এটি রোযা ভঙ্গকারী; অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর এ ব্যাপারে তোমরা কোনো অনচ্ছিাকৃত ভুল করলে তোমাদরে কোনো অপরাধ নইে; কন্তিু তোমাদরে অন্তর যা স্বচ্ছোয় করছে (তা অপরাধ)। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫]

এবং আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "হে আমাদরে প্রভু! আমরা যদি বস্মিৃত হই কংিবা ভুল করি তাহলে আমাদরেকে শাস্তি দবিনে না।'[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] তখন আল্লাহ্ তাআলা বললনে: আমি সটোই করলাম।

এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমার উম্মত থকেে ভুল ও বস্মিৃতি এবং যে ক্ষত্রেে তাদরেকে জবরদস্তি করা হয় সটোর গুনাহ উঠয়িে নয়ো হয়ছে।"

অজ্ঞব্যক্তি ভুলকারী। যহেতেু সে যদি জানত তাহলে সটেি করত না। সুতরাং অজ্ঞব্যক্তি যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন রোযা ভঙ্গকারী বষিয় করে ফলেে তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না। তার রোযা পরপিূর্ণ ও সঠকি; চাই তার সে অজ্ঞতা হুকুম সম্পর্কে হোক কংিবা সময় সম্পর্কে হোক।

সময় সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ হলো: সে ধারণা করছে যে, এখনও ফজররে ওয়াক্ত হয়নি; তাই সে খাবার গ্রহণ করছে। তার রোযা সহহি।

২। রোযাদাররে জ্ঞাতসারে বষিয়টি ঘটা; যদি বস্মিৃতবিশতঃ হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৩। রোযাদার স্বচ্ছোয় সটেি করা। যদি তার অনচ্ছিায় সটেি ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/২৮০) থকেে সমাপ্ত]

শাইখকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: জনকৈ ব্যক্তি নব-ববিাহতি। সইে ব্যক্তি শষে রাতে এই ভবেে স্ত্রী সহবাস করছে যে, এখনও রাত বাকী আছ। এরমধ্যে নামাযরে ইকামত দয়ো হয়। এ ব্যাপারে আপনারা কি বলবনে? তার উপর কি বর্তাব?

তনিি জবাব দনে: “তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না; পাপও না, কাফ্ফারাও না, কাযাও না। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: এখন তোমরা তাদরে সাথে সহবাস কর। তাদরে সাথে অর্থাৎ স্ত্রীদরে সাথে।

এবং তনিি বলছেনে: আর তোমাদরে কাছে কালো রখো থকেে প্রভাতরে সাদা রখো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতরে অন্ধকার চলে গয়িে ভোররে আলো উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

তাই খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা এ তনিটি সমান। এ তনিটরি মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষে কোন দললি নইে। এ প্রত্যকেটি রোযার নষিদ্ধি বষিয়। এর কোনটি যদি অজ্ঞতা বা বস্মিৃতরি অবস্থায় ঘটে থাকে তাহলে তার উপর কোন কছিু বর্তাবে না।”[সমাপ্ত]

এর মাধ্যমে পরস্কিার হয়ে গলে যে, আপনাদরে উভয়রে উপর কোন কছিু বর্তাবে না; না রোযাটি কাযা করা, আর না কাফ্ফারা। এই হুকুম সক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি আপনারা সইে দনিরে রোযা রখেে থাকনে। যদি আপনারা সইে দনিরে রোযা না-রাখনে এই ভবেে যে, সহবাসরে কারণে আপনাদরে রোযা ভঙ্গে গছে; সক্ষেত্রে আপনাদরে উপর রোযাটরি কাযা করা ছাড়া অন্য কছিু আবশ্যক হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।